জয়দেবচরিত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলিং,
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥"

"Whatever is delightful in the modes of music, whatever is graceful in the fine strains of poetry, whatever is exquisite in the sweet art of love, let the happy and wise learn from the song of Jayadeva."

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

জয়দেবচরিত।

বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের* উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব† গ্রামে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি মহাত্মা জয়দেব জন্ম পরিগ্রহ করেন‡। এই গ্রাম (কেন্দুবিল্ব) কেন্দুলি নামেই সর্ব্বত্র

* অজয় নদ ভাগীরথীর করদ। "এই নদ ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে, তৎপর বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।"—বঙ্গদেশের বিবরণ।

† "কেন্দুবিল্ব বীরভূমের প্রধান নগর "সুরি" হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে রাধা-দামোদর নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈষ্ণবদিগের মতে কেন্দুবিল্ব পরম পবিত্র স্থান।"—W. W. Hunter, Annals of Rural Bengal. Appendix, p. 436.

‡ "বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেন।" গীতগোবিন্দ। তৃতীয় সর্গস্থ প্রথম সঙ্গীতের অষ্টম পরিচ্ছেদ (কলি)।

প্রসিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, এবং মাতার নাম বামাদেবী * ভোজদেব, কান্য-কুব্জ-সম্ভূত-পঞ্চ-ব্রাহ্মণের † অন্যতমের সন্তান ও অপেক্ষাকৃত কুলমান-সম্পন্ন ছিলেন। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণয়

* কাব্য-কলাপ-সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ-মুদ্রিত গীতগোবিন্দের সমাপিকাতে রাধাদেবী-তনয় বলিয়া জয়দেবের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বামাদেবী নামই অপেক্ষাকৃত প্রমাণিক।

† বঙ্গাধিপ আদিশূর স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে আচার-ভ্রষ্ট দেখিয়া পুত্রেষ্টি যাগ সম্পাদনার্থ (কোন কোন মতে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ) কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। "ক্ষিতীশ-বংশাবলিচরিত" গ্রন্থে লিখিত আছে, একটি গৃধ্র আদি-শূরের প্রাসাদোপরি পতিত হওয়াতে, তিনি ভাবি অমঙ্গল নিবারণার্থ মন্ত্র-বলে সেই গৃধ্র ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বারা হোম করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তন্নিবন্ধন পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়।

"ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥"

"আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্ম-ণানানায়ামস।"

করা দুর্ঘট। লাতিন ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদকর্ত্তা অধ্যাপক লাসেন্ অনুমান করেন, জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধৈকাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, জয়দেব বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন।

লক্ষ্মণসেন কোন্ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রবীণ শ্রীযুক্ত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্গের সেনরাজা শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই :—"আবুলফাজেলের মতে, লক্ষ্মণসেন খ্রীঃ ১১১৬ অব্দে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা যুক্তি ও প্রমাণসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। ইতিহাস-বেত্তা মিন্হাজউদ্দীন জৌজ্জানি খ্রীঃ ১২৬০ অব্দে পারস্য ভাষায় তবকাৎ-নাসরী নামে এক খানি ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে,এতদ্দেশে পাঠানদিগের রাজ্য-বিস্তারের অনেক বর্ণনা আছে। বখ্তিয়ার খিলূজীর বঙ্গদেশ-জয়ের ৫৮ বৎসরের মধ্যে মিনূহাজউদ্দীন বাঙ্গালায়

আসিয়া, বর্ণনীয় বিষয়সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক তবকাৎ-নাসরী লিপিবদ্ধ করেন; সুতরাং বঙ্গদেশ-বিজয়সম্বন্ধে তাঁহার বাক্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। মিনূহাজউদ্দীন লিখিয়াছেন, বখতিয়ার খিল্‌জী, খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে বঙ্গদেশ জয় করেন। এই সময়ে লক্ষ্মণিয়া নামক এক জন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক রাজা নবদ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বীয় জনকের মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়া অশীতিবর্ষ কাল রাজত্ব করেন*। এই

* "যখন মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের (প্রার্থনা করি, তাঁহার উপরে ঈশ্বরের করুণা পতিত হউক) সাহস, যুদ্ধকৌশল ও তৎকর্ত্তৃক রাজ্যপরাজয়ের সংবাদ লক্ষ্মণিয়ার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার রাজধানী নদীয়ায় ছিল। এই রাজা বিলক্ষণ শাস্ত্র-পারদর্শী এবং অশীতিবর্ষকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণিয়ার সম্বন্ধে আমি যে একটি ঘটনা জানিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা দোষাবহ হইবে না। ঘটনাটি এই :—যখন রাজার পিতা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়েন, তখন রাজা লক্ষ্মণিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। সুতরাং রাজমুকুট, গর্ভোপরি স্থাপিত হয় এবং রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ রাজমাতার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হয়েন।

* * * * * * * *

লক্ষ্মণিয়া কে, তাঁহার বিবরণ এতদ্দেশীয় কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইনি যে বঙ্গ-দেশীয় সেনবংশের শেষ রাজা, মিন্‌হাজউদ্দীনের প্রমাণানুসারে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। রাজা-বলি গ্রন্থে কেশবসেনের পরবর্ত্তী জনৈক রাজার নাম, সু অথবা সুরসেন বলিয়া লিখিত আছে। কিংব-দন্তী অনুসারে অশোকসেন নামেও আবার এক জন রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যখন লক্ষ্মণিয়ার জন্মগ্রহণের কাল উপস্থিত হয়, এবং তদীয় মাতা প্রসব-যন্ত্রণা অনুভব করেন, তখন জ্যোতিষ-বেত্তা পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণের শুভলগ্ন নিরূপণার্থ একত্র মিলিত হয়েন। এই জ্যোতির্বীরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, যদি সন্তান এই সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, নানা-বিধ অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইবে; কিন্তু ইহার দুই ঘণ্টা পরে জন্মগ্রহণ করিলে অশীতিবর্ষ-কাল রাজ্য ভোগ করিবে। এই কথা শুনিয়া, রাজমাতা পদদ্বয়ে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক দুই ঘণ্টা কাল ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া ঝুলিয়া থাকেন। পরে শুভলগ্ন সমাগত হইলে বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া সন্তান প্রসব করেন। এই প্রকারে লক্ষ্মণিয়ার জন্ম হয়। কিন্তু প্রসব-যন্ত্রণায় তাঁহার মাতার তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হয়। জন্মিবা-মাত্র লক্ষ্মণিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অশীতিবর্ষ রাজত্ব করেন”।—তবকাৎনাসরীর অনুবাদ।

কিন্তু ইনি কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কাহারই বা পরবর্ত্তী, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। বোধ হয়, "অশোক-সেন, সু অথবা সুরসেন" এই অভিধানত্রয় উক্ত লক্ষ্মণিয়ারই নামান্তর ছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর অশোক সেনের (ওরফে সু বা সুরসেন) জন্ম হওয়াতে, তিনি পিতামহ লক্ষ্মণসেনের অভিধানানু-সারে লাক্ষ্মণেয় নামে অভিহিত হয়েন। এই লাক্ষ্মণেয় শব্দের অপভ্রংশেই মিন্‌হাজউদ্দীনের লক্ষ্মণিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, লাক্ষ্মণেয় অশীতিবর্ষ রাজ্য ভোগ করেন এবং খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক পদচ্যুত হয়েন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল খ্রীঃ ১১২৩ অব্দ হইতে খ্রীঃ ১২০৩ অব্দ পর্য্যন্ত। লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তদীয় জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতা অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন*। তাঁহাদিগের রাজত্বকাল গড়ে এক এক

* শ্রীযুত প্রিন্‌সেপ্ সাহেব বাখরগঞ্জ জিলায় মৃত ভূম্যধি-কারী শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের জমীদারীতে এক খানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে লিখিত আছে,

বৎসর করিয়া ধরিলে* খ্রীঃ ১১২১ অব্দ, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের চরম সময় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এদিকে আইনআকবরীর মতে লক্ষ্মণসেনের পিতা কুল-বিধাতা সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন, খ্রীঃ ১০৬৬ অব্দে রাজ-

কেশবসেন নামক গৌড়দেশীয় রাজা, বাৎস্যগোত্রসম্ভূত ঈশ্বর দেব-শর্ম্মাকে বাগুলে, বেত্তোগাত ও উদামূন নামে তিন খানি গ্রাম প্রদান; করেন। এই গ্রামত্রয় পূর্ব্ববঙ্গবিভাগস্থ বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল। সম্প্রদাতা কেশবসেনের পিতার নাম লক্ষ্মণসেন, তাঁহার পিতার নাম বল্লালসেন এবং তাঁহার পিতার নাম বিজয়সেন। শিল্প-লিপির যে স্থানে কেশবসেনের নাম আছে; তথায় বোধ হয়, যেন পূর্ব্বে অপর একটি নাম ছিল, পরে তাহা কাটিয়া, নূতন নাম সংযোজিত হইয়াছে। সেই অপর নাম মাধবসেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, দানপত্র মাধবসেনের অনুজ্ঞায় প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই মাধবের মৃত্যু হওয়াতে, সেই নাম কাটিয়া তদীয় ভ্রাতা কেশবসেনের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শিল্প-লিপির সহিত আইন আকবরী গ্রন্থোক্ত বল্লালবংশাবলির একতা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

* ইঁহারা এইরূপ অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, মুসলমান লেখকগণ লাক্ষ্মণেয় সেনকে লক্ষ্মণ সেনের অব্যবহিত-পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পদে অভিষিক্ত হয়েন, এবং সময়প্রকাশনামক গ্রন্থের লিখনানুসারে, তিনি ১০১৯ শকে অর্থাৎ খ্রীঃ ১০৯৭ অব্দে দানসাগর গ্রন্থের প্রণয়ন করেন *। ইহার পর বল্লালসেন তিন বৎসর জীবিত থাকিলে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভের কাল, খ্রীঃ ১১০১ অব্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। আবুলফাজেলের নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল পাঁচ বৎসর (১১১৬ হইতে খ্রীঃ ১১২১ অব্দ) হইয়া উঠে। আবুলফাজেলও স্বয়ং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল আট বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধপ্রণীত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থের বর্ণনানুসারে উক্ত রাজার রাজত্বকাল উক্ত সময় অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। হলায়ুধ স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে কৈশোরাবস্থায় সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করেন; পরে যৌবনাবস্থায় মন্ত্রিপদে বরণ করেন,

* "নিখলনৃপচক্রতিলক-শ্রীবল্লালসেন-দেবেন।
পূর্ণে শশিনব-দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥"

এবং যৌবনশেষে ধর্ম্মাধিকার পদ প্রদান করেন*। এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকাল ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভাবিত। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল পাঁচ বা আট বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নয়।"

* "বভূব তস্যাং প্রকৃতের্মহানিব, শ্রিয়োনিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরম্ভোনিধি-বীচিদণ্ড-দোলাধিরোহ-ব্যসনং বিভর্ত্তি॥
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে
রাবৃত্ত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্ম করোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকং॥
যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরী ধৌতাঞ্জনায়াং ক্ষিতৌ
যস্মাজ্জাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ং।
দেবঃ স ত্রিজগন্ময়স্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতি
র্নেতা যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজ-পণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছাস্ত্রোৎসিক্ত-মহামহত্তনুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ,
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন-দেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥"

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

শ্রীযুত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্ত প্রবন্ধ, তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লাক্ষ্মণেয়ের রাজত্বকাল ৮০ বৎসর অপেক্ষা অল্প ধরিয়া,

এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র আবুলফাজেলের মতে আস্থাবান্ না হইয়া ১১০১ হইতে ১১২১ খ্রীষ্টাব্দ, লক্ষ্মণসেনের রাজ্য-ভোগের সময় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন *।

মিথিলায় লক্ষ্মণসেনের অব্দ প্রচলিত আছে। উহার চিহ্ন "লসং"। মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের সময় ১১০৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১৩৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। Indo-Aryans. VOL. I. p. 258.

* Journ. A. S. B. Part I. No. III. p. 139.

"অম্বষ্ঠসম্বাদিকার" সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকার মতে লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশ বৎসর রাজত্ব করেন। কেশবসেন, লক্ষ্মণসেনের অনুজ এবং মাধবসেন, কেশবসেনের পুত্র। তথাহি—

"ততো লক্ষ্মণসেনোঽসৌ স্বয়ং দিল্লীশ্বরোঽভবৎ।
সমর্পয়ংস্তু রাঢ়াদিরাজত্বং কেশবেঽনুজে॥

* * * * *

সাম্রাজ্যং লক্ষ্মণস্যাপি খচন্দ্রাব্দং ততঃ পরং।
কেশবস্তু রসাজ্বাব্দং রাঢ়াদৌ মাধবো নৃপঃ॥
দিল্ল্যাং তেন প্রকারেণ কেশবে ত্রিদিবংগতে।
তৎপুত্রো মাধবঃ সম্রাট্ শান্তোদান্তশ্চ ধার্ম্মিকঃ॥"

অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই অব্দের পরিবর্ত্তন হয়। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথমে লক্ষ্মণাব্দের বিষয় প্রকাশ করেন। তিনি বিদ্যাপতিশীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "এক্ষণে (অর্থাৎ ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে) ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ

অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা তাদৃশ প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। সুতরাং এই মত অন্যান্য মতের বিরোধী হইলেও তাদৃশ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মার্শমান্ সাহেবের মতানুবর্ত্তী হইয়া খ্রীঃ১২০০ অব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মার্শমান্ সাহেবের লিখন-ভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, তিনি মুসলমান ইতিহাসলেখকদিগের লক্ষ্মণিয়ার সহিত লক্ষ্মণসেনের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও মার্শমানের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যথা তিনি মার্শমানের মতানুসারে খ্রীঃ ১২০০ অব্দ, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না।—J. C. Marshman's History of Bengal Sec. II. p. 7 and 8 ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি-প্রণীত সঙ্গীতসার। ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

১১০৭ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল হইতেছে *। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে সময়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাহারই সমর্থন হইতেছে!

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সদুক্তি-কর্ণামৃত নামে একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থের উপসংহারে জানা যায় যে, উহা ১১২৭ শকে অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীঃ অব্দে সংগৃহীত হইয়াছে। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি উহার রচয়িতা। উহাতে লক্ষ্মণ সেনের নাম নির্দ্দেশ আছে†। মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে, ১২০০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা এতদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে লক্ষ্মণসেন যখন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন, তখন তৎসাময়িক জয়দেবও দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ‡।

* রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়প্রণীত নানা প্রবন্ধ। ২৭ পৃষ্ঠা।

† Indo-Aryans. VOL. I. p. 254.

‡ লেথ্‌ব্রীজ ও পোপ-প্রণীত ভারতের ইতিহাসের

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারে প্রস্তর-ফলক-খোদিত যে একটি শ্লোক* আছে, তদ্দর্শনে জানিতে পারা যায়, জয়দেব উক্ত রাজার পঞ্চরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঐ শ্লোকে অপর যে কয়েকটি পণ্ডিতের নাম লিখিত আছে, জয়দেবপ্রণীত গীত-গোবিন্দের প্রারম্ভেও তাঁহাদিগের নাম ও গুণা-গুণের পরিচয় জানিতে পারা যায়†। জয়দেব, লক্ষ্মণসেনের সভায় বর্ত্তমান না থাকিলে তৎপ্রণীত গ্রন্থে, অন্য চারি রত্নের গুণাগুণের পরিচয় থাকা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব হইত। গীতগোবিন্দের টীকা

সহিত এ বিষয়ের একতা দৃষ্ট হয়। উক্ত ইতিহাসে লিখিত আছে, জয়দেব, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গীতগোবিন্দ মহা-কাব্যের প্রণয়ন করেন।—History of India. By E. Lethbridge and The Rev. G. U. Pope, Chapter I. p. 52

* "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

সঙ্গীতসার, ৩০ পৃষ্ঠা

† "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়বচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।

সমুদয়ের মধ্যে শ্রীগঙ্গা নামে একখানি টীকা আছে। মিথিলাবাসী ভগবতীভবেশতনয় কৃষ্ণদত্ত এই টীকার রচনা করিয়াছেন। তিনি জয়দেবের লিখিত উক্ত কবিতার ব্যাখ্যাস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উমাপতিধর, গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের অমাত্য ছিলেন*। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সনাতন গোস্বামীর মত দৃঢ়তর হইতেছে। কিন্তু জয়দেবের জীবন-চরিত-সম্বন্ধীয় বিবরণ মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় অবস্থিতির কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে যে, জয়দেব দস্যু কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কোন্ দেশের রাজা, এবং ইহাঁর নামই বা কি, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

চাঁদবর্দ্দাইকৃত পৃথ্বীরাজ চৌহানরাসৌ নামক

* অন্যকবিভ্যঃ শ্লোৎকর্ষমাহ বাচ ইত্যাদি। উমাপতিধরনামা লক্ষ্মণসেনগৌড়েন্দ্রসচিবঃ স বাচঃ বচনানি পল্লবয়তি বিস্তারয়তি তস্য কাব্যমুক্তিশেষশূন্যং ন সহৃদয়াহ্লাদনমিতি ভাবঃ।

গ্রন্থে জয়দেব ও গীতগোবিন্দের উল্লেখ আছে*
চাঁদবর্দ্দাই দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের সময়ে
বর্ত্তমান ছিলেন। পৃথ্বীরাজ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে দিল্লীতে আধিপত্য করেন। ১১৯৩
খ্রীঃ অব্দে দৃশদ্বতী নদীর তীরে শাহবদ্দিন গোরীর
সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রমাণা-
নুসারে বুঝা যাইতেছে যে, চাঁদকবির সময়ে বা
তৎপূর্ব্বে গীতগোবিন্দ প্রণীত হইয়াছিল; অন্যথা
চাঁদবর্দ্দাই, স্বীয় গ্রন্থে জয়দেব বা গীতগোবিন্দের
উল্লেখ করিতেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,
চাঁদবর্দ্দাই পৃথ্বীরাজের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ দ্বাদশ শতা-
ব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বে
জয়দেবেরও আবির্ভাব হয়। মহারাজ লক্ষ্মণসেন
দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রাজত্ব করেন। গীত-
গোবিন্দকার জয়দেবকে ইঁহার সমসাময়িক বলিয়া
নির্দ্দেশ করিলে, পৃথ্বীরাজরাসোর প্রমাণেরও
কোনরূপ অবমাননা হয় না।

* "জয়দেব অঠং কবী কব্বিরায়ং।
জি নৈ কেবল কিত্তী গোবিন্দ গায়ং॥"

রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের অধিপতি রাণা কুম্ভ, গীতগোবিন্দের একখানি টীকার প্রণয়ন করেন। কুম্ভ ১৪৭৫ সংবতে অর্থাৎ ১৪১৯ খ্রীঃ অব্দে মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন*। জয়দেব, অবশ্য ইহাঁর অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। যে হেতু, গীতগোবিন্দ, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও ভারতের পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত না হইলে, মিবারের অধিপতি উহার টীকার রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। উপস্থিত সময়ে গ্রন্থাদি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত না। হস্তলিখিত পুস্তক সকল স্থানে স্থানে রক্ষিত হইত। ইহাতে গ্রন্থের গুণগৌরব সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেও অনেক সময় লাগিত। এইরূপে গীতগোবিন্দের লালিত্য ও মাধুর্য্যগুণ মিবার প্রভৃতি জনপদে পরিব্যাপ্ত হইতেও, অবশ্য অনেক সময় লাগিয়াছিল।

কোন কোন মতে, জয়দেব স্বনাম-খ্যাত-সম্প্র-

* Todd, Annals and Antiquities of Rajsthan Vol I. p. 221.

দায়-প্রবর্ত্তক রামানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন *। এই রামানন্দ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হয়েন †। কেহ কেহ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তয়িতা রামানন্দকে রামানুজের‡ শিষ্য বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহা কোনও

* Asiatic Researches. VOL. XVI "A sketch of the Religious Sects of the Hindus." By H. H. Wilson. ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ১ম ভাগ, ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠা। Travels of a Hindoo. VOL. I. p. 56.

† Asiatic Researches. VOL. XVI. p. 37.

‡ স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে, রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ১১২৭ অব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। কর্ণেল মেকেঞ্জী সাহেব অনুমান করেন, তিনি (রামানুজ) খ্রীঃ ১০০৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (Asiatic Researches. VOL. XI. p. 270.)। ডাক্তার বুকানন্-সংগৃহীত বিবিধ বিবরণসমূহে খ্রীঃ ১০১০ ও ১০২৫ অব্দ রামানুজের আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (Buchanan's Mysore. VOL. II. p. 80.)। এবং অন্যস্থলে খ্রীঃ ১০১৯ অব্দও লিখিত দৃষ্ট হয় (Ibid. Chapter III. p. 413.)। শিল্পলিপিসমূহের প্রমাণে, রামানুজ ১০৫০ শকে (খ্রীঃ ১১২৮ অব্দে) বিদ্যমান ছিলেন (Ibid)। কর্ণাট রাজাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় লিখিত আছে, চোলাধিপতি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী ৪৬০ ফসলীতে

প্রকারে যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। রামানুজের শিষ্যপ্রণালীর যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তদনুসারে রামানন্দ, রামানুজের পরম্পরাগত শিষ্য-শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন *। যথা ; রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য

অর্থাৎ ৯৭৪ বা ৭৫ শকে জীবিত ছিলেন। রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র বীরপাণ্ড্য চোলের সমকালবর্ত্তী ছিলেন (Journ. A. S. B. Vol. VII. p. 128.)। ঐ পুস্তকে ইহাও লিখিত আছে, ৯৩৯ শকে (খ্রীঃ ১০১৭ অব্দে) রামানুজ আবির্ভূত হয়েন (Ibid)। কর্ণেল উইল্কস্ সাহেবের সংগৃহীত প্রমাণ সমূহ দর্শনে অনুমান হয়, রামানুজ ১১০৪ শকে (খ্রীঃ ১১৮২ বা ৮৩ অব্দে) জীবিত ছিলেন (Wilk's History of Mysore Vol. I. p. 41, note and Appendix.)। এই সমস্ত প্রমাণের মধ্যে শেষোক্ত প্রমাণই অপেক্ষাকৃত বলবৎ বোধ হইতেছে। অতএব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (শকাদিত্যের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) রামানুজের আবির্ভাব হয়, এবং খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে বিখ্যাত হয়েন, এ কথা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

* ১৭৭০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এবং তৎপর প্রচারিত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", প্রথম ভাগ, ১৯ পৃষ্ঠা।

হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ ও রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ *। এই বাক্যে বিশ্বাস করিলে রামানন্দ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু এটী আবার অন্যমতে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। কারণ, রামানন্দের শিষ্য কবীর, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে বিখ্যাত ছিলেন †। সুতরাং তদীয় গুরু রামানন্দের, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান থাকা অধিকতর সম্ভাবিত ‡। জেনারেল কানিঙ্গ-হাম্, গেগ্রাউন্ (গঙ্গারন্) দেশের রাজা ও রামা-

* ভক্তমালের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। ভক্তমাল-মতে, প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্য্য, তৃতীয় রাঘবানন্দ ও চতুর্থ রামানন্দ।

† কবীর, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।—Asiatic Researches. Vol. XVI. p. 56.

‡ রামানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।—Travels of a Hindoo. Vol. I. pp. 56 & 57.

নন্দের শিষ্য পিপাজীর * সময়-নিরূপণ-পত্রিকা হইতে গণনা পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, রামানন্দের আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। এই প্রমাণানুসারে বোধ হয়, জয়দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইতিহাসবেত্তা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব, স্বপ্রণীত ভারতের ইতিহাসে, জয়দেবকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ‡। কিন্তু তিনি প্রমাণ ও বিশিষ্ট যুক্তি দ্বারা স্বমত দৃঢ়তর করেন নাই। যাহা হউক, যদি প্রাচীন অনুকারক রচয়িতৃগণকে, অনুকৃত রচনার স্বল্পব্যবহিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রমাণানুসারে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মত কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য হইতে পারে। বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরুর

* ইনি (পিপাজী) খ্রীঃ ১৩৬০ এবং ১৩৮৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।—Travels of a Hindoo. VOL. I. p. 57.

† Travels of a Hindoo. VOL. I. p. 57.

‡ Hon. Mountstuart Elphinstone's History of India. Book III. Chap. VI. p. 172.

এক স্থলে লিখিত আছে, চৈতন্যদেব, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের রচিত পদাবলি শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন *। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি, চৈতন্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি যেরূপ চৈতন্য অপেক্ষা প্রাচীন; সেইরূপ জয়দেবও বিদ্যাপতি অপেক্ষা প্রাচীন। কারণ, বিদ্যাপতি এক স্থলে জয়দেবের রচনার অবিকল ভাব লইয়া একটি গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন †।

* "জয় জয়দেব কবিনৃপতি-শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্য-পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥"

পদকল্পতরু।

† বিরহবিধুর কৃষ্ণ, আক্ষেপ-সহকারে অনঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন:—

"হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ,
কুবলয়-দল-শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি,
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি॥"

গীতগোবিন্দ। তৃতীয় সর্গ।

জয়দেব, বিদ্যাপতির পূর্ব্বসাময়িক না হইলে এরূপ

জয়দেব-কৃত উক্ত কবিতার ভাব লইয়া, বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন ঃ—

"কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর-নারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দূরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল-পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিকমল ইহ না হর কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ নলয়জ-পঙ্ক॥"

জয়দেবের এই ভাব এত প্রচলিত হইয়া উঠে যে, অপেক্ষাকৃত নব্য সময়ের প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামবসুও উহার অনুকরণে ত্রুটি করেন নাই। যথা ;—

মহড়া—"হর নই হে, আমি যুবতী।
কেন জ্বলাতে এলে রতি-পতি॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি॥

অনুকরণ নিতান্ত অসম্ভাবিত হইত। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (খ্রীঃ ১৪৮৫ অব্দে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন *; এবং বিদ্যাপতি ইহার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩০০ শকে (খ্রীঃ ১৩৭৮ অব্দে) অথবা তৎসন্নিহিত সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন †।

চিতেন—ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
এ কি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারে বার॥
ছিন্নভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি॥
অন্তরা—হায় শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হ'ও না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত-কেশা,
নহে এ তো জটাভার॥
চিতেন—কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীলরতন।
অরুণো হোল নয়ন, কোরে পতি-বিরহে রোদন।
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥"

* "শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজি-যুক্তে,
গৌরো হরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।"
চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

† রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ২৯৩ লক্ষ্ম-

এই গণনানুসারে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়দেবের আবির্ভাব অসম্ভাবিত নয়। অধিকন্তু, জয়দেবের রচনা, সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। জয়দেব স্বীয় গীতিকাব্যে যে সকল ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীনকালীন কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, জয়দেব-প্রবর্ত্তিত-ছন্দের অনুকরণেই বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে *। বস্তুতঃ গীত-

গাব্দে অর্থাৎ ১৩২৩ শকে কবি বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের নিকট ভূমিদান পত্র প্রাপ্ত হন (নানাপ্রবন্ধ, ২৭ পৃষ্ঠা)। সুতরাং ১৩০০ শকে, বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। বিদ্যাপতিকৃত পদাবলির ভণিতায়, শিবসিংহ নামক কোন রাজার নাম ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না :—

"কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরাণে ॥"

পদকল্পতরু। ২৬৫

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ একাদশ অবতারা ॥"

পদকল্পতরু। ২৮৩

* নিম্নলিখিত কতিপয় সঙ্গীত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত

গোবিন্দগীতাবলি, যেরূপ বঙ্গীয় কামিনীজনের কমনীয়-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত শ্রুতিবিনোদন বাক্যে গ্রথিত হইবে, বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী গীতগোবিন্দ-গীতাবলির ছন্দেরই অনুকরণ মাত্র। যথা :—

"সরস-মসৃণমপি, মলয়জ-পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং॥
শ্বসিতপবনমনু,-পম পরিণাহং।
মদনদহনমিব, বহতি সদাহং॥"

গীতগোবিন্দ, চতুর্থ সর্গ।

এই ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত মাত্রা-গণনানুসারে রচিত হইয়াছে। ইহার অষ্টম মাত্রার পর যতি ও উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে মিল দৃষ্ট হইতেছে। অতএব বলা যাইতে পারে, এই গীতময় বৃত্ত হইতেই বাঙ্গালা পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।

ত্রিপদী। যথা :—

"পততি পতত্রে; বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং, ত্যজমঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিসুলোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং॥"

গীতগোবিন্দ, পঞ্চম সর্গ।

হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, জয়দেবের সমকালে বাঙ্গালা ভাষা একরূপ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। "চল সখি কুঞ্জং" প্রভৃতি বাক্য এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এই বাক্যের অন্তস্থিত অনুস্বারের লোপ করিলে, উহা বাঙ্গালা ভাষার সহিত অভেদ হইয়া যায়। কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হয়, তাহার নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। রাজমালা * নামে একখানি অতিপ্রাচীন পদ্যগ্রন্থ আছে। উহা পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। সুতরাং উহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দী, † বঙ্গভাষার

* রাজমালা ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস। ত্রিপুরারাজ ধর্ম্মমাণিকের রাজত্বকালে উহার প্রথমাংশ লিখিত হয়। ধর্ম্মমাণিক ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হন। সুতরাং রাজমালার প্রথমাংশ এই সময়ের মধ্যে লিখিত হয়।—Journ. A. S. B., Vol. XIX. p. 541.

† তন্ত্রশাস্ত্রে বঙ্গীয় বর্ণমালার বর্ণনা আছে। যথা :—

"অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্বমুত্তমং।
রামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা॥

উৎপত্তিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন *। এই ভাষাবিৎ

অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥
ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণমেতৎ কথিতং” ইত্যাদি।

কামধেনুতন্ত্র।

ইহা দেখিয়া অনেকে বাঙ্গালা ভাষাকে নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারেন। কারণ, যাবতীয় তন্ত্রশাস্ত্রই শিবপ্রোক্ত ও নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, —এত আধুনিক যে, কোন কোন তন্ত্রে ইউরোপীয় লোক ও লণ্ডন নগরের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় :—

“পূর্ব্বাম্নায়ে নব শতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ ভুবি॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইঙ্গ্রেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥”

মেরুতন্ত্র।

স্বপ্রণীত গ্রন্থ শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচার করিলে, তাহা জনসমাজে মাননীয় ও আদরণীয় হইবে বলিয়াই বোধ হয়, তন্ত্রকারগণ ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা।

পণ্ডিতদিগের মতে বঙ্গভাষার তিন অবস্থা। তন্মধ্যে উৎপত্তি-কাল হইতে, ১৪০৭ শক (খ্রীঃ ১৪৮৫ অব্দ) পর্য্যন্ত ইহার প্রথমাবস্থা *। জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্বসাময়িক। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, তাঁহার উৎপত্তিকাল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অনেকেই কেবল অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ই আশানুরূপ প্রমাণসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে মাদৃশ জনের বাগ্‌জাল বিস্তার করা, নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতাপ্রদর্শন মাত্র। যাহা হউক; এ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে, অতিপ্রাচীন ও অতিপ্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, জয়দেবকে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলিয়া, নির্দ্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়।

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৬ পৃষ্ঠা।

জয়দেবের বাল্যাবস্থার বিবরণ নিতান্ত অপরিজ্ঞেয়। কেহ কেহ * লিখিয়াছেন, জয়দেব (গীতগোবিন্দকার) পঠদ্দশায় এক এক পক্ষান্তে স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন বলিয়া "পক্ষধর মিশ্র" নামে অভিহিত হয়েন। কিন্তু "পক্ষধর মিশ্র" গীতগোবিন্দকার জয়দেবের উপাধি নহে। উহা প্রসন্নরাঘবকার জয়দেবেরই উপাধি। গীতগোবিন্দকার এবং প্রসন্নরাঘবকার, উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। "সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ফিট্জ্ এড্ওবার্ড্ হল্ সাহেবও এ বিষয় স্বীকার করিয়াছেন †। প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনায় আপনাকে "তার্কিক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন‡। "চিন্তামণির আলোক" (শব্দখণ্ড) নামক ন্যায়-গ্রন্থের টীকা, "পক্ষধর মিশ্র"-কৃত

* "কাব্যকলাপ-সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ।

† উক্ত ভূমিকার ৬৩ পৃষ্ঠা।

‡—নন্বয়ং প্রমাণ-প্রবীণোঽপি শ্রূয়তে। তদিহ চন্দ্রিকা-চণ্ডাতপয়োরিব কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোঽস্মি।" প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনা।

বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে *। সুতরাং "পক্ষধর মিশ্র" প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেবের উপাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। গীতগোবিন্দকর্ত্তা জয়দেবের ন্যায়-গ্রন্থপ্রণয়নের প্রমাণ, কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নৈয়ায়িকের কঠোর লেখনী হইতে গীত-গোবিন্দের ন্যায় সুললিত কাব্য বিনির্গত হওয়া সম্ভাবিত নহে।

জয়দেব সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়া পরিব্রাজক-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করে। জয়দেব গৃহপরিত্যাগ-পূর্ব্বক শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-দেব জাতিভেদের উচ্ছেদ করিয়া যেরূপ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, জয়দেবও সেইরূপ সম্প্রদায় প্রতি-ষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু জয়দেব সম্প্রদায়প্রবর্ত্তয়িতা অপেক্ষা কবিনামেই অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

* "যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ছাত্রঃ পক্ষধরমিশ্রশ্চিন্তামণেরালোক-কারঃ।" শব্দকল্পদ্রুম, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৯১ পৃষ্ঠা।

জয়দেবের বিবাহ-বিবরণ নিতান্ত অদ্ভুত। এক জন ব্রাহ্মণ অনপত্যতাপ্রযুক্ত বহুকাল জগন্নাথদেবের আরাধনা করিয়া একটি কন্যা লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, তনয়ার নাম পদ্মাবতী রাখিয়া, তাহার যথাবিধি লালনপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিবাহযোগ্যকালে দুহিতাকে জগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে, "জয়দেব নামে আমার এক-জন সেবক, সম্প্রতি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই তুমি স্বদুহিতা সম্প্রদান কর।" ব্রাহ্মণ এই আদেশানুসারে কন্যা লইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। যতি-বেশধারী জয়দেব গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন; সুতরাং দারপরিগ্রহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কুমারীকে তাঁহার (জয়দেবের) নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়-দেব কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, কামিনীকে তদীয় অভি-

প্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, পদ্মাবতী উত্তর করিলেন :—
"যখন আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম, তখন কেবল তাঁহা-
রই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি।
কিন্তু এক্ষণে তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ
করিয়াছেন। অতএব আপনার সেবা ও তুষ্টিসাধন
ব্যতীত আমার কোন কর্ত্তব্যান্তর নাই। আপনি
পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনার চরণ-সেবিকা
হইয়া থকিব *।" জয়দেব উপায়ান্তর না দেখিয়া
পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।
কথিত আছে, এই সময়ে তিনি আরাধ্য নারায়ণ-
বিগ্রহ স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জয়দেব, এইরূপে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক
"গীতগোবিন্দের" রচনা করেন। পণ্ডিত হরিদাস
হীরাচাঁদ, স্বপ্রচারিত গীতগোবিন্দের ভূমিকায়

* "পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ-আজ্ঞা।
তুমি মোর স্বামী মোর এই ত প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব॥"

ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

লিখিয়াছেন; জয়দেব, "গীতগোবিন্দ" ব্যতীত, "চন্দ্রালোক" অলঙ্কার, "প্রসন্নরাঘব" নাটক এবং একখানি সামান্য ন্যায়গ্রন্থের টীকার প্রণয়ন করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "চন্দ্রালোক" অলঙ্কার ও "প্রসন্নরাঘব" নাটক অন্য এক জয়দেবের প্রণীত। চন্দ্রালোক অলঙ্কারে, এই জয়দেব আপনাকে পীযূষবর্ষ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন*। বোধ হয়, উহা তাঁহার উপাধি ছিল। এই জয়দেবই যে, নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের স্থলান্তরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রসন্নরাঘবকার জয়দেব, স্বপ্রণীত নাটকের প্রস্তা-

* "পীযূষবর্ষপ্রভবং চন্দ্রালোকমনোহরং।
সুধানিধানমাসাদ্য শ্রয়দ্ধং বিবুধা মুদম্॥
জয়ন্তি যাজকশ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ।
সূক্তং পীযূষবর্ষস্ত জয়দেবকবের্গিরঃ॥"

চন্দ্রালোকের সমাপ্তিভাগ।

ইতি শ্রীপীযূষবর্ষপণ্ডিতশ্রীজয়দেববিরচিতে চন্দ্রালোকালঙ্কারে অভিধাস্বরূপাভিধানো নাম দশমো ময়ূখঃ॥

চন্দ্রালোকের সমাপ্তিবাক্য।

Dr. Rajendralal Mitra, Notices of Sanskrit Mss. No V. Vol. II. Part II. p. 177-178.

বনায়, বিদর্ভ-নগর-বাসী ও মহাদেব-তনয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন *। চন্দ্রালোকের সমাপ্তিতেও এই জয়দেবের ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এই জয়দেবের সহিত কেন্দুবিল্ব-প্রভব ভোজদেব-তনয় জয়দেবের অভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না। "গীতগোবিন্দ" ও প্রসন্ন-'রাঘবের" রচনা দেখিলেই বোধ হয়, এই দুই গ্রন্থ এক জনের লেখনী-বিনির্গত নহে। কেবল নামের সাদৃশ্যানুসারেই "প্রসন্নরাঘব", গীত-গোবিন্দকার জয়দেবের রচিত বলিয়া, বিদর্ভবাসী জয়দেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করা, কত দূর সঙ্গত, বলিতে পারি না।

জয়দেব পত্নীসহ কিছুকাল গৃহে থাকিয়া, স্বীয় আরাধ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনু-

* "বিলাসো যদ্ বাচামসমরস-নিষ্যন্দ-মধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মধুর-ভাবং গময়তি।
কবীন্দ্রঃ কৌণ্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো
রযাসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেব-তনয়ঃ॥"
প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনা।

ষ্ঠান জন্য ধন সঞ্চয় করিতে, পুনর্ব্বার পরিভ্রমণে মনোনিবেশ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহার বাসনা ফলবতী হয় নাই। তিনি কেবল বৃন্দাবন ও জয়পুরে গমন করিয়াছিলেন *। পরিশেষে দস্যুগণ, তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণপূর্ব্বক নিতান্ত দুরবস্থান্বিত করিয়া, তদীয় সঞ্চিত অর্থ লইয়া প্রস্থান করে। কথিত আছে, দস্যুগণ জয়দেবের হস্তপদ ছেদন করিয়াছিল। অবশেষে এক জন রাজা, জয়দেবকে পথিমধ্যে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া, আপনার রাজধানীতে লইয়া আইসেন, এবং বিশিষ্ট শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহার সুস্থতা সম্পাদিত করেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণ, পরিব্রাজক যতিবেশে আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া,

* "বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা।
কেসিঘাট-সন্নিধানে আনন্দে থাকিলা।
* * * * *
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥"
ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

উল্লিখিত রাজধানীতে উপস্থিত হয়। জয়দেব, তাহাদিগকে স্বধনাপহারক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এই সময়ে তিনি অনায়াসেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিহিংসার উদ্রেক হইল না, করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ক্রোধের আবির্ভাব হইল না; প্রত্যুত তিনি ঐ দস্যুদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। রাজার দুই জন অনুচর, তাহাদিগকে রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইল। নিপীড়িত ব্যক্তিকে আততায়ীর প্রতি এইরূপ ক্ষমা ও সৌজন্যপ্রদর্শন করিতে প্রায় দেখা যায় না। এই ঘটনাটি জয়দেবের ক্ষমাগুণের বিলক্ষণ পরিচায়ক।

এই জনশ্রুতি প্রসঙ্গে, "ভক্তমালের" দ্বাদশ মালায় এবং "এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেস্" নামক পুস্তকের ষোড়শ খণ্ডে, জয়দেবের দস্যুচ্ছিন্ন হস্তপদের পুনরুত্থান-বিষয়ে একটি অদ্ভুত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। উহা এই স্থলে যথাবৎ বিবৃত হইল। পূর্ব্বোক্ত অনুচরদ্বয়, দস্যুদিগকে জয়দেবকর্ত্তৃক

পরিচিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল :—"আমরা পূর্ব্বে এক রাজসংসারে জয়দেবের অধীনে নিযুক্ত ছিলাম। রাজা কোন অপরাধে, জয়দেবের মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করিয়া, তৎ-সম্পাদনের ভার আমাদিগের প্রতি সমর্পণ করেন। আমরা করুণা-পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাকে একবারে প্রাণ-বিযুক্ত না করিয়া, কেবল হস্তপদ ছেদন করিয়াছিলাম। সেই কৃতজ্ঞতা-প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ আমা-দিগের প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।" দস্যুগণ, এই কথা বলিবামাত্র, অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী দ্বিধা বিদীর্ণা হইয়া, তাহাদিগকে কুক্ষিগত করি-লেন। অনুচরদ্বয়, এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। এই সময়ে ধার্ম্মিক-বর জয়দেবেরও হস্তপদ পুনরুত্থিত হইয়া পূর্ব্বা-বস্থা প্রাপ্ত হইল। রাজা, ইহাতে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, জয়দেব তাঁহার নিকট দস্যুঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। বোধ হয়, জয়দেবের দয়াদাক্ষিণ্যপ্রযুক্ত এই অদ্ভুত উপ-

ন্যাসটি বিরচিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ জয়দেব যেরূপ পবিত্রহৃদয় ও দয়াবান্ ছিলেন, তাহাতে এরূপ উপন্যাস প্রচলিত হওয়া, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জয়দেব, আবাসবাটী হইতে পত্নীকে আনয়ন করিয়া, তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট দশা-বিপর্য্যয় উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সময়ে তাঁহার ভার্য্যা পদ্মাবতী, অকস্মাৎ আত্মঘাতিনী হইলেন। এই আত্ম-হত্যার কারণ পরিজ্ঞাত নহে। "ভক্তমাল" গ্রন্থে লিখিত আছে, জয়দেবের মিথ্যা মৃত্যু-সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পতিপ্রাণা পদ্মাবতী দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে জয়দেব তাঁহাকে "কৃষ্ণনাম" শ্রবণ করাইয়া পুনর্জ্জীবিতা করেন *। যাহা হউক, জয়দেব এই দুর্ব্বিপাক হেতু জন্মভূমি কেন্দুলি গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর তদীয় জীবনের

* "মিথ্যা করি গোঁসাইর মৃত্যু সমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোক দ্বার॥

মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা সজ্বটিত হয় নাই। জয়-দেব, স্বীয় জন্মভূমিতেই ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। কেন্দুলির সমাজস্থলে *, জয়দেবের মৃতদেহ সমাহিত হয়। এই স্থলে তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিরাজমান

শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার।
রাণী অপরাধী হয়ে করে হাহাকার॥
*　　　*　　　*
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোঁসাইর চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোঁসাই কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে॥
মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র—কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার॥
এতেক কহি সাধু গেল তাহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহো বলিতেই চমকিয়া উঠে॥”

ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

* সমাজস্থলে পরম ভাগবত বৈষ্ণবদিগের মৃতদেহ সমাহিত ও এক একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

আছে। এই মন্দির মনোহর নিকুঞ্জ সুশোভিত রহিয়াছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, জয়দেব, প্রতিদিবস ভাগীরথীতে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। ভাগীরথী তখন তদীয় বাস-গ্রাম কেন্দুলি হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী ছিলেন। ইহাতে জয়-দেবের পর্য্যটন-ক্লেশ দর্শনে, দেবী প্রসন্না হইয়া কহিলেন, "বৎস! প্রতিদিবস তোমার এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আমিই তোমার আবাস-গ্রামের সমীপবর্ত্তিনী হইতেছি।" জয়দেব, এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তদনুসারেই ভাগীরথী এক্ষণে কেন্দুলি-প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। *

বৈষ্ণবগণ তথায় সমবেত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। "সমাজ" বৈষ্ণবদিগের পরম পবিত্রস্থান।

* শ্রীযুক্ত হোরেস্ হেমেন্ উইল্‌সন্ সাহেবের সংগৃহীত প্রমাণানুসারে ইহা লিখিত হইল। বস্তুতঃ কেন্দুলি গ্রাম, অজয়নদের উত্তর-তীরবর্ত্তী। এই নদ যে ভাগীরথীর করদ, তাহা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে।

জয়দেব নিতান্ত করুণ-হৃদয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ভক্তি-পূর্ণ মহত্ত্ব ও অনুপম-প্রীতি-ব্যঞ্জক উদারভাব, উভয়ই তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তিনি অনেক সময় কেবল উপাসনা ও ধর্ম্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ মহানুভাব বক্তির জীবন-বৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি জয়দেব-চরিত কতিপয় কিংবদন্তীমূলক না হইয়া, পুস্তকাদিতে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে নিবদ্ধ থাকিত; তাহা হইলে উহা সহৃদয়গণের উপকার সাধন করিত, সন্দেহ নাই।

জয়দেব অতি সৎকবি ছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় সদ্ভাব-সম্পন্ন কবি অদ্যাপি প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই। যদিও জয়দেব, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহেন, তথাপি তাঁহাকে সামান্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। "ললিত-পদ-বিন্যাস" ও "শ্রবণ-মনো-

হর অনুপ্রাসচ্ছটা”-প্রযুক্ত জয়দেবের রচনা নিতান্ত চমৎকারিণী ও হৃদয়-গ্রাহিণী। ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি কবিপ্রধানগণও রচনাবিষয়ে এতাদৃশ চিত্ত-বিমোহিনী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু জয়দেব, রচনাবিষয়ে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, যদি উদ্ভাবনী শক্তি তদনু-যায়িনী হইত; তাহা হইলে তিনি কবিত্ববিষয়ে প্রথম শ্রেণীর আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। যাহা হউক; এইরূপ অভাব থাকিলেও জয়দেবকে, মুরারিমিশ্র, ভট্টানারায়ণ, দণ্ডী প্রভৃতি অপেক্ষা, প্রধান কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

জয়দেব-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ “গীতগোবিন্দ” গ্রন্থ, দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে রাধিকার বিরহ, মান, মানভঙ্গার্থ কৃষ্ণের অনুনয় ও উভয়ের মিলন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত বিষয় বর্ণিত আছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং প্রগাঢ়-ভক্তি-যোগ-সহকারে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেব এই কাব্যে, স্বীয় রসশালিনী রচনাশক্তির

একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বপ্রণীত "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাবের" ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"এই মহাকাব্যের (গীতগোবিন্দের) রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত-পদ-বিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাস-চ্ছটা ও প্রসাদ গুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।"

ফলতঃ রচনাবিষয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব পদার্থ। গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়। কেবল গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতে কয়েকটি কবিতা ও প্রত্যেক সঙ্গীর্তের প্রারম্ভে অবতারণা-সূচক, এবং সমাপিকাতে সমাপ্তি-সূচক এক একটি শ্লোক রচিত হইয়াছে। গীতগুলিতে মূর্চ্ছনা, তান, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। কলাবতগণ ভাষাসঙ্গীতের ন্যায় গীতগোবিন্দের গান করিয়া থাকেন।

গীতগোবিন্দের গীতাবলির রচনা যেরূপ হৃদয়-

গ্রাহিণী, বর্ণনাও সেইরূপ সদ্ভাব-শালিনী। ইঙ্গ্‌লণ্ডীয় মহাকবি মিল্টন্ চিরবসন্ত-বিরাজিত টাস্‌কনি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া "ইডেন" উদ্যানের চিত্ত-হারিণী শোভার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কবি-শ্রেষ্ঠ ভবভূতি মধ্যভারতের বিন্ধ্যাচল, পম্পা-সরোবর প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, তৎসমুদয়ের বর্ণনা সহৃদয়-জন-মনোহারিণী স্বভাবোক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গের কবি-কুল-তিলক জয়দেবও বঙ্গভূমির একটি সুরম্য স্থান—বীরভূমিতে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানও বৃক্ষলতাসুশো-ভিত মধুশ্রীতে নিতান্ত রমণীয়। জয়দেব, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, কৃষ্ণ-প্রণয়িনী রাধি-কার নিকুঞ্জবন, অনন্ত বাসন্ত আমোদে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ফলতঃ, কেবল কল্পনার আশ্রয় না লইয়া স্বচক্ষে নিসর্গ-পট দর্শন করিলে, বর্ণনা কিরূপ রসশালিনী হয়, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ হীনাবস্থাপন্ন ছিল, সে সময়েও ইহার একটি অপ্রসিদ্ধ পল্লী —কেন্দুবিল্ব হইতে সঙ্গীত-প্রস্রবণ বিনির্গত হইয়া

শ্রুতিবিনোদনস্বরে সমুদয় ভারতভূমি বিমোহিত করিয়াছে। এক্ষণে সেই প্রস্রবণ দিগন্ত-প্রসারী ও শতধা বিস্তীর্ণ হইয়া, যাবতীয় সহৃদয়গণের শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। এই নিমিত্তই গীত-গোবিন্দের এত গৌরব—এই নিমিত্তই গীত-গোবিন্দকার জয়দেবের নাম বিশাল জলধি-দেহ লঙ্ঘন করিয়া ইউরোপে ও আমেরিকায় পরম সমা-দরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে অষ্ট-পদ-বিশিষ্ট চতুর্ব্বিংশতিটি গীত আছে। এজন্য এই মহাকাব্য "অষ্টপদী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "সচরাচর গানে যে প্রকার আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ প্রভৃতি চারিটি নির্দ্দিষ্ট পদ থাকে, অর্থাৎ গানমাত্রেই যেমন চতু-ষ্পদী হইয়া থাকে; জয়দেবের গানবিশেষ অষ্টপদী হওয়া প্রযুক্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জয়দেব-প্রণীত কোন কোন গানে দুইটি অন্তরা, দুইটি সঞ্চারী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" যাহা হউক, এই ব্যতিক্রমে কোন হানি লক্ষিত হয় না। অধিকন্তু, গীতগোবিন্দের "বদসি যদি

কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরং” প্রভৃতি কতিপয় সঙ্গীত অষ্ট প্রকার তালে গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে “অষ্টতালী”ও বলা গিয়া থাকে। গীতগোবিন্দের প্রায় সমুদয় স্থানই নায়ক-নায়িকা-সুলভ আদিরসঘটিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এ স্থলে উহার কোনও অংশ উদ্ধৃত হইল না।

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ মহারাজ বিক্রমের সভায় গীত হইত। পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় পণ্ডিতবর হোরেস্ হেমেন্ উইল্‌সন্ সাহেব ইহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে গীত-গোবিন্দ, বিক্রমাদিত্যের সময় অপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থ। ভারতের ইতিহাসে, অনেকগুলি বিক্রমা-দিত্যের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ইনি কোন্ বিক্রমাদিত্য, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। ডাক্তর উইল্‌সন্ সাহেবের লিখন-ভঙ্গীতে এই বিক্রমকে সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ শক-প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়া বোধ হয়। এই বিক্রমাদিত্যের সভায়

গীতগোবিন্দের গান হওয়া সম্ভবপর নয়। যে হেতু, গীতগোবিন্দ, উহার বহু শত বৎসর পরে প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু বীরভূমের অন্তর্গত মঙ্গলকোট পরগণায় উজ্জয়িনী নামে এক স্থান আছে। উহা সচরাচর উজানি নামে কথিত হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীতে উজানি নগরে বিক্রমকেশরী নামক রাজার উল্লেখ আছে*। বিক্রমকেশরীর অধিকারে প্রসিদ্ধ ধনপতি সওদাগর বাস করিতেন। রাজা বিক্রমের সভায় গীতগোবিন্দের

* উজানি নগর, অতি মনোহর,
বিক্রম কেশরী রাজা।
করি শিবপূজা, উজানির রাজা,
কৃপা কৈল দশভুজা॥

* * *

উজানির কথা, গড় চারি ভিতা,
চারি দিকে বেড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
যদি ফিরে চারি মাস॥

* * *

বিক্রম কেশর, তাঁহার নগর,
আছে কত সদাগর।

গান হইত। অদ্যাপি উজানিতে রাজা বিক্রমের আবাস-বাটীর চিহ্ন দেখা যায়। বোধ হয়, কেহ কেহ এই বিক্রমের সহিত প্রসিদ্ধ শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের অভেদ কল্পনা করিয়া, তাঁহার সভায় গীতগোবিন্দের গান হওয়া, অসম্ভাবিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত স্থলে মালবের অন্তর্গত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে, বীরভূমের অন্তর্গত উজানিরাজ বিক্রমের সভায় গীতগোবিন্দ গীত হইত বলিয়া, বুঝিতে হইবে। ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কলিঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে কর্ণাটদেশীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক "গীতগোবিন্দ" গীত হইত। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণও কার্ত্তিক মাসের একাদশ দিবসে "গীতগোবিন্দের" গান করিতেন। অধিকন্তু "রাজ-তরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীর রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে জৈনরাজ শ্রীহর্ষের ক্রম-সরোবর ভ্রমণসময়ে "গীতগোবিন্দ"

তাঁহার আদেশে, ধনপতি বৈসে,
যারে সুখী নৃপবর ॥

কবিকঙ্কণচণ্ডী।

গীত হইবার বিষয় লিখিত আছে *। তাহাতে বোধ হয়, প্রাচীন কালে কাশ্মীর রাজ্যেও গীত-গোবিন্দের গান হইত।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্," বাক্যটি ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ, মানিনী প্রণয়িনী রাধিকার অনুনয় করিতেছেন:—"মম শিরসিমণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্", অর্থাৎ "তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণস্বরূপ অর্পণ কর।" জয়দেব "মম শিরসিমণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া, প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা লিখিবার ভয়ে, "দেহি পদপল্লব-মুদারম্" অংশটি সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না। অনন্তর সে দিবস লেখায় ক্ষান্ত হইয়া, স্নানার্থ ভাগীরথীতে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিরতি-

* "গীতগোবিন্দগীতানি মত্তঃ শ্রুতবতঃ প্রভোঃ।
গোবিন্দ-ভক্তি-সংসিক্তো রসঃ কোঽপ্যুদভূত্তদা॥"
শ্রীধরপণ্ডিত-কৃত তৃতীয় রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের ৪৮৬ শ্লোক।

শয় রসিক; সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না। সুতরাং তিনি জয়দেবের স্নান-গমন-সুযোগে, স্নাত-প্রত্যাগত জয়দেব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলে, জয়দেব-রূপী শ্রীকৃষ্ণ, যথাবিধি ভোজন করিয়া, জয়দেবের পুস্তক উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক "দেহি পদপল্লবমুদারম্" অংশটি লিখিয়া রাখিলেন। ইত্যবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে জল-গ্রহণ করেন না; এক্ষণে এই অসদৃশ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, পদ্মাবতী পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। জয়দেব পুস্তক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" অংশটি লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। শয়ন-স্থলে গমন করিয়া দেখেন, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন।

অনন্তর আপনাকে যার পর নাই সৌভাগ্যান্বিত জ্ঞান করিয়া, পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন পূর্ব্বক আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন।

প্রথিত আছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দের রচনা সমাপ্ত হইলে, নীলাচল-রাজ* বিদ্বেষপরবশ হইয়া, জয়দেবের কবি-কীর্ত্তি লোপ করিবার নিমিত্ত, স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দের রচনা করেন। উভয় গ্রন্থের (জয়দেব-প্রণীত ও রাজ-প্রণীত) উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষার ভার প্রগাঢ়-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি সমর্পিত হয়। ব্রাহ্মণগণ পরীক্ষার্থ উক্ত দুইখানি গীতগোবিন্দ, জগন্নাথদেবের মন্দিরে স্থাপন পূর্ব্বক এই বলিয়া, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেন যে, সে গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইবে, সেইখানি জগন্নাথদেব গ্রহণ করিয়া অন্যখানি দূরে নিক্ষেপ করুন। জগন্নাথদেব, জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, রাজ-প্রণীত গীতগোবিন্দ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন†। জগন্নাথের এইরূপ

* নীলাচলের অন্যতর নাম উৎকল বা উড়িষ্যা।

† Hunter's Orrissa, Vol. I. p. 114.

ব্যবহারে নীলাচল-রাজ অভিমানী হইয়া সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইতে যাইতেছিলেন; ইহাতে জগন্নাথ অনুকূল হইয়া কহিলেন, "তুমি আত্মহত্যা করিও না, তোমার গ্রন্থ আমি গ্রহণ করিলাম।" জগন্নাথের এই আদেশে রাজা আত্মহত্যায় নিবৃত্ত হইয়াছিলেন*। জয়দেবসম্বন্ধীয় এইরূপ আরও কতিপয় উপন্যাস, "ভক্তমাল" ও "ভক্তি-বিজয়" প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

গীতগোবিন্দ, স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স কর্ত্তৃক ইঙ্গরেজী, লাসন্ কর্ত্তৃক লাতিন, রুকার্ট কর্ত্তৃক জর্মান

* "কবিরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল।
নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ক্ষেপিল॥
তাহাতে রাজার অভিমান চিত্তে হইয়া।
ডুবিয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল।
না মরো তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥
জয়দেব-কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥"

ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

ও এতদ্দেশীয় অপরাপর অনুবাদক কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়াও, ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় স্বীয় কাব্যের গৌরব-রক্ষায় নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। এজন্য তিনি স্বপ্রণীত কাব্যের সমাপ্তিতে আত্মগর্ব্বের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই *। যাহা হউক, জয়দেব-প্রণীত কাব্যের ভাষার মাধুর্য্য ও বর্ণনার চাতুর্য্য বিবেচনা করিলে, এইরূপ গর্ব্বোক্তি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

* "সাধ্বী মাধ্বীক ! চিন্তা ন ভবতি পরিতঃ*
শর্করে ! কর্করাসি,
দ্রাক্ষে ! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত ! মৃতমসি
ক্ষীর ! নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ! ক্রন্দ কান্তাধর ! ধরণীতলং গচ্ছ
যচ্ছন্তি যাবদ্
ভাবং শৃঙ্গার-সারস্বত-ময়-জয়দেবস্য †
বিষ্বগ্ বচাংসি ॥"

* ভবত ইতি বা পাঠঃ।
† শৃঙ্গার-সারস্বতমিহ ইতি বা পাঠঃ।

গীতগোবিন্দ ব্যতীত "রতিমঞ্জরী" নামে একখানি গ্রন্থও জয়দেবের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু উহা এরূপ জুগুপ্সিত ও অকিঞ্চিৎকর বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, সুকবি জয়দেবের রসময়ী-লেখনী-বিনির্গত বলিয়া, কখনই প্রতীত হয় না। বোধ হয়, অপর কোন জয়দেব নিতান্ত ঘৃণিত বিষয় লইয়া যৎসামান্য ভাবে এই অপদার্থ "রতিমঞ্জরী"র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বহু শতাব্দী অতীত হইল, জয়দেব লোকান্তরিত হইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার স্মরণার্থ কেন্দুলি গ্রামে প্রতিবৎসর বৈষ্ণবদিগের একটি মেলা হইয়া থাকে *। এই মেলায় পঞ্চাশ কি ষাটি হাজার লোক উপাসনার্থ জয়দেবের সমাধিমন্দিরে সমবেত হয়। বৈষ্ণবগণ এই সময়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিষয়ক সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন।

* এই মেলা মাঘ মাসের উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

উপসংহার।

ভারতবর্ষীয় ভাষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত পুরাবৃত্ত পাওয়া যেরূপ দুর্ঘট, ভারতবর্ষীয়গণের জীবন-চরিত সংগ্রহ করাও সেইরূপ কষ্ট-সাধ্য। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের একখানিও উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত অস্মদ্দেশে প্রকৃষ্ট-পদ্ধতিক্রমে জীবন-চরিত-সংগ্রহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়, কিং-বদন্তী ও উপন্যাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কবিতাদেবীর উপাসক হইলে, তদনুচারিণী কল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্ব-কালের গ্রন্থকর্ত্তারা কবিত্বে নিতান্ত আকৃষ্ট থাকাতে কেবল কল্পনা-সুলভ অপ্রাকৃত বর্ণনাতেই আসক্ত ছিলেন; সুতরাং ইতিহাসের অনুমোদিত প্রকৃত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইতি-

বৃত্তের উপকরণস্থানীয় যাহা কিছু ছিল, তাহাও উপর্য্যুপরি বিপ্লব বশতঃ বিধ্বস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষীয়গণের জীবন-বৃত্তান্তের নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয়।

জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে হইলে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদয় বিষয়ের অনুসন্ধান করা উচিত। কিন্তু ভাগ্য-দোষে অস্মদ্দেশীয়গণ তাদৃশ অনুসন্ধিৎসু নহেন। যে কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যকতা হয়, তাহাতেই ইহাঁরা বিমুখ হইয়া থাকেন *। সুতরাং উপযুক্ত লোকের জীবন-চরিত প্রণীত হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা অনায়াসে ভিন্ন দেশীয় মিল্টন্, বায়রন্, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি, কিন্তু এক বার স্বদেশীয়গণের বিষয় মনোমধ্যে উদিত হইলেই, নিরাশার হিল্লোল-পরম্পরা আমাদিগকে নিরন্তর

* সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অল্প যে, গণনা-যোগ্য নহে।

আহত করিতে থাকে। কত শত মহানুভাব ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সর্ব্বভুক্ কাল তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত করিয়াছে বটে, কিন্তু অনন্তকাল-স্থায়িনী কীর্ত্তির কিছুই বিধ্বংস করিতে পারে নাই। এক্ষণে স্বদেশীয়গণ সেই আর্য্য মহাপুরুষদিগের চরিত্রানু-সন্ধানে পরাঙ্মুখ হইয়া কতিপয় অলৌকিক উপন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক জন-সমাজে বাগাড়ম্বরের পরিচয় দিতেছেন; পক্ষান্তরে ভিন্ন দেশের ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যে বিমোহিত হইয়া, বিশিষ্ট ধীরতা সহকারে প্রকৃত তত্ত্বের নির্দ্ধারণে যত্নশীল হইতেছেন। হায়! কে জানিত, ভারতের এইরূপ শোচনীয় দশাবিপর্য্যয় ঘটিবে? কে জানিত, আর্য্যগণ, উৎপৎস্যমান পাশ্চাত্য প্রদেশবাসিদিগের মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হইবেন? ধন্য পশ্চিমদেশীয়গণ! শুভক্ষণে তোমরা সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলে——শুভক্ষণে স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ তোমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া-

ছিল। কিন্তু হায়! যে প্রাচীন জ্ঞান-সূর্য্য তোমাদিগের হৃদয়-কমল উদ্ভাসিত করিয়াছে; এক্ষণে দেখ, সেই প্রাচ্য দেশের কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত। কি পরিতাপের বিষয়! বিদেশীয়-গণ গবেষণা-কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের যে পূর্ব্বপুরুষগণের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিতেছেন, আমরা বাচালতা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত অব্যবস্থিতের ন্যায় ——নিতান্ত কুলাঙ্গারের ন্যায় তাঁহাদিগকেই অধঃকৃত করিতেছি! স্বদেশীয়গণ! এক্ষণে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া শাস্ত্রের আলোচনা কর, এবং ক্ষণ-স্থায়ি-সুখ-প্রদ নাটক উপন্যাস প্রভৃতিতে উন্মত্ত না হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীয়গণের গৌরববর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর হও।

আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাঁহার কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-সুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাঁহার বিষয় একবারে কিছুই জানি না। যিনি অপূর্ব্ব রস-ভাব প্রদর্শন করিয়া ভূমণ্ডলে অনন্তকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়া-ছেন, যিনি অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া

বাগ্‌দেবীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন, যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য সমূহ বিনির্গত হইয়া সহৃদয়গণের হৃদয়-কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে প্লাবিত করিতেছে; সেই মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-মধ্যে কি কি ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, মনোমধ্যে আন্দোলন করিলেই ক্ষোভে অভিভূত হইতে হয়। কি আক্ষেপের বিষয়! যে কালিদাসের কবিত্বকীর্ত্তি বহুযোজন-বিস্তীর্ণ জলধি উল্লঙ্ঘন করিয়া, ইউরোপে প্রসারিত হইয়াছে, যাঁহার নাম পৃথিবীস্থ যাবতীয় সহৃদয়সমাজে নিরন্তর ঘোষিত হইতেছে, কতিপয় কিংবদন্তী ব্যতীত, সেই মহাকবি কালিদাসের একখানিও উৎকৃষ্ট জীবন-বৃত্ত নাই। বঙ্গ-কবিকুল-তিলক জয়দেবের জীবনচরিতও কালিদাসের জীবনীর ন্যায় কিংবদন্তী ও উপন্যাস-মূলক। কিংবদন্তীগুলিও আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অধিক কি, জয়দেব যে গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত যে গ্রাম অদ্যাপি

সকলের সমক্ষে পরিচিত হইতেছে, সেই কেন্দুলি গ্রামবাসিগণও জয়দেবের বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। এমন কি, অনেকে তাঁহার নাম শ্রবণ করিলেও চমকিত হইয়া উঠেন। অতএব এইরূপ অনিশ্চিত বিষয় হইতে প্রকৃত ঘটনার নির্দ্ধারণ যে, কত দূর কষ্টসাধ্য ও আয়াসকর, তাহা সহৃদয় পাঠকগণই অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ, বঙ্গ-কবিকুল-রত্ন জয়দেবের একখানিও জীবনী নাই। সুতরাং অনেক অনুসন্ধান করিয়া তদীয় এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিতখানি যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ হইল।

যে সমুদয় ব্যক্তি বিজন প্রদেশে অধিবাস করিয়া, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পুস্তক-রচনা-কার্য্যে, কিংবা সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়া, যতিবেশে নানা স্থান পর্য্যটনে, সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনচরিত বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে। ধার্ম্মিকবর জয়দেব এই শ্রেণীর লোক। ইনি জীবনের অর্দ্ধাংশ, সন্ন্যাসি-বেশে নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-ঘোষণায়, এবং অপরাংশ, নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক পুস্তক-রচনা

ঐশ্বরিক তত্ত্বচিন্তায় পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। মহানুভাব রামচন্দ্র, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির, রণবীর নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি সুবিশ্রুত জনগণের জীবন-চরিত যেমন বিবিধ ঘটনায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, জয়দেবের জীবন-বৃত্তান্তে তাহার কিছুই নাই। ইনি বঙ্গদেশের একটি সামান্য পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রায়ই নির্জ্জন প্রদেশে জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইঁহার জীবনচরিত অধিক হওয়াও সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, যদি এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তখানি সহৃদয়গণের কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদ হয়, অথবা যদি কেহ এতদ্দ্বারা উৎসাহান্বিত হইয়া, ইহা অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব। পরিশেষে সানুনয় বক্তব্য এই :—

"দৃষ্টং কিমপি লোকেঽস্মিন্ ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণং।
আবৃণুধ্বমতো দোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ॥"

সমাপ্ত।